

The image is a composite of two photographs. The left photograph shows the Kaaba in Mecca at night, illuminated by numerous lights, with a large crowd of people gathered around it. The right photograph shows a group of people in white robes (Ihram) gathered on a rocky hillside, likely Mount Arafat, during the Hajj pilgrimage.



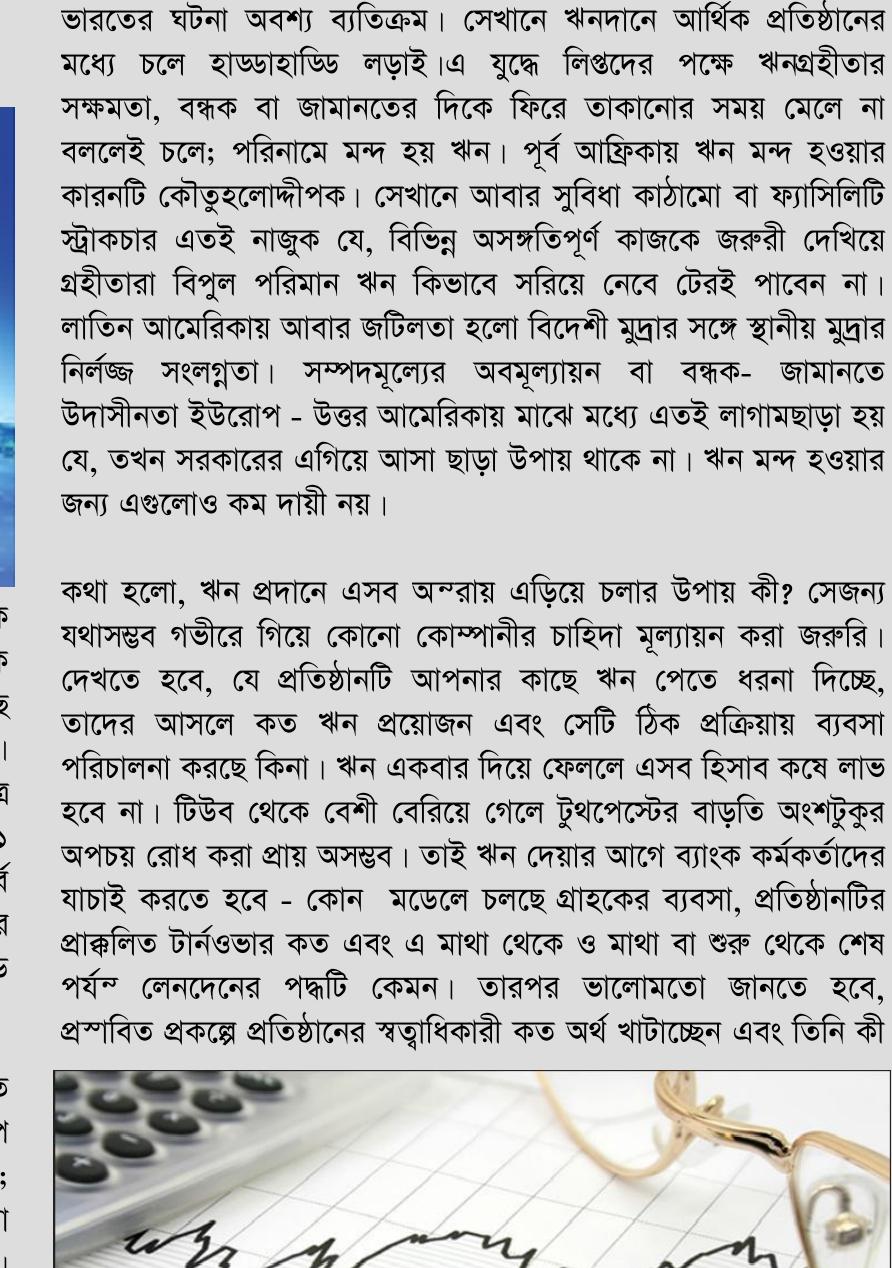
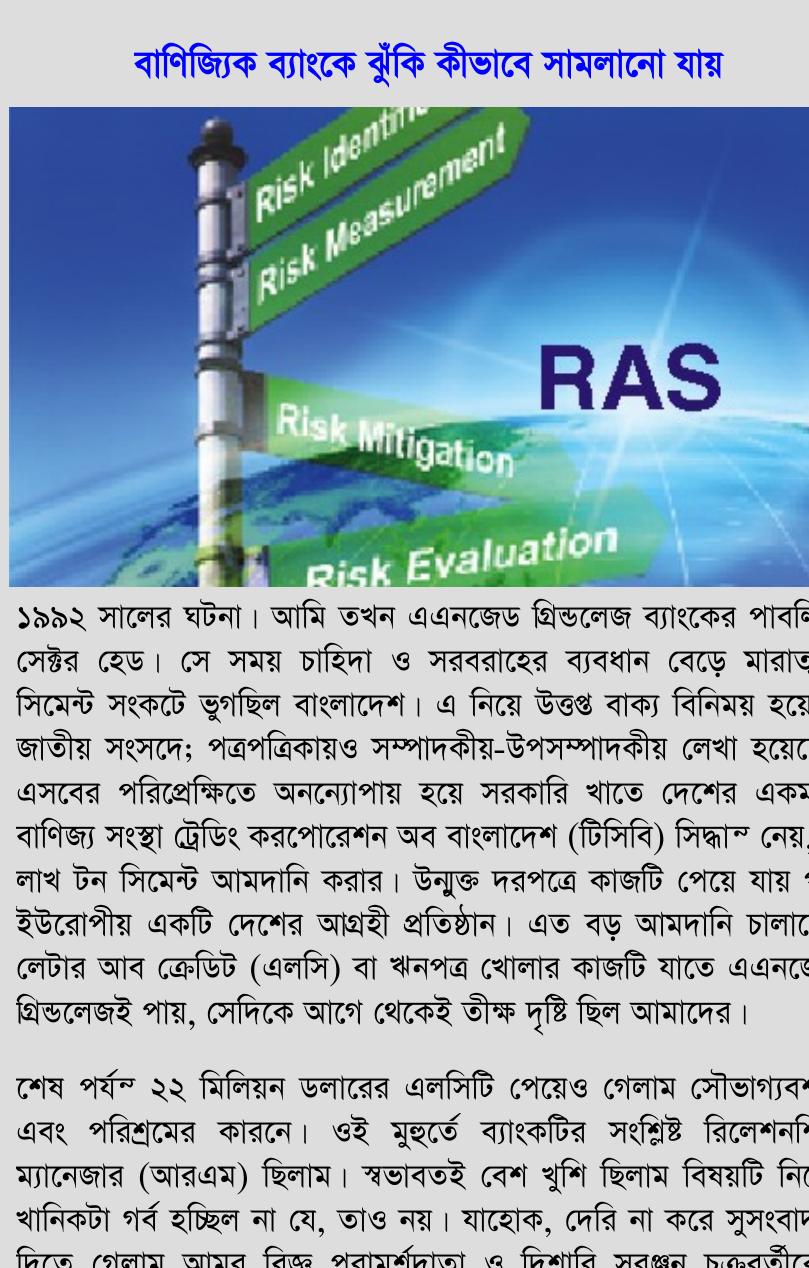
২
৩
৪
৫
।
ই
সদস্যদের নিয়ে প্রতিবছর হজ্জু পালন করে থাকে। সকলকে অনুরোধ
জানানো যাচ্ছে, তারা যেন নিজেদের বা তাদের পরিবারের কেউ যদি
পবিত্র হজ্জু পালনে উদ্যোগী হন তাহলে যেন অবশ্যই আমাদের ব্যাংকের
মাধ্যমে হজ্জুর অর্থ জমা করেন। এমনকি তারা যে গ্রন্তির সাথে হজ্জু
পালন করবেন সে গ্রন্তির সবাইকে উদ্বৃদ্ধ করবেন এসআইবিএল এর
মাধ্যমে হজ্জুর অর্থ জমা দিতে। আমাদের সকলের সম্মিলিত উদ্যোগই
পারবে ব্যাংককে উৎকর্ষের পথে এগিয়ে নিতে।

itorial

তরঙ্গ ব্যাংক এক্স্ট্রিকিউটিভরা মাঝে মধ্যেই জিজেস করেন, খণ্ড কী কারণে
মন্দ হতে পারে? যদিও সেভাবে তল্য নয়, তব বলা যেতে পারে- অনেক

অস্থাভাবিক নয়। ঝুঁকি কর্মকর্তা হিসেবে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে, একাধিক কারণে মন্দ হতে পারে ঝণ। প্রথমত. প্রকৃত ঝণগ্রহীতা বাছাইয়ে ভুল বা গ্রাহকের চাহিদা যথাযথভাবে মূল্যায়িত না হলে। দ্বিতীয়ত. সুবিধা কাঠামো বা ফ্যাসিলিটি স্ট্রাকচারিংয়ে ক্রটি থাকলে। তৃতীয়ত. বন্ধকি সম্পত্তি বা জামানতের অপর্যাপ্ততায়। চতুর্থত. ব্যবসার লাভ করে অভ্যন্তরীণ নগদ উৎপাদন (ইন্টারনাল) ক্যাশ জেনারেশন) দুর্বল হলে। পঞ্চমত. ব্যবসায় মৌলভিত্তির (বিজনেস ফার্মেন্টালস) প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে কেবল ঝণগ্রহীতার সুনামের দিকে তাকিয়ে ঝন প্রদানের সিদ্ধান্ত নিলে। ষষ্ঠত. বাজারে বিদ্যমান প্রতিযোগিতা সিদ্ধান্তাত্ত্ব কর্মকর্তা অগ্রাহ্য বা অবমূল্যায়ন করলে। সপ্তমত. অর্থনৈতিক মন্দা খেয়াল না করে কিংবা কোনো ব্যবসার অনঙ্গলে (কোর বিজনেস) না দিয়ে ছিন্নাংশ বা আংশিক বিবেচনায় ঝন দিলে। এসবের সঙ্গে দূর্বল ঝন মূল্যায়ন ব্যবস্থা, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়য়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি অনুধাবনে ঘাটতি (বিশেষত বৈশ্বিক লেনদেন বাড়ার এ যুগে) এবং ঝন প্রদানে সম্মতিদানকারী অফিসারের বা ঝন অনুমোদনকারীর অনিয়মের কথা আর নতুন করে বললাম না। এগুলো সংশ্লিষ্টদের মাঝে বহুল আলোচিত।

ব্যক্তিগত খেরোখাতা থেকে আরো কিছু অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে পারি এখানে। বিদেশী মুদ্রা বিনিয়য় হারের ওঠানামায় সৃষ্টি ঝুঁকি চিহ্নিতকরণে সিদ্ধান্তকারী কর্মকর্তার ব্যর্থতায় ইন্দোনেশিয়ায় ঝন মন্দ হয়ে যেতে দেখেছি। মালয়েশিয়ার একাধিক ঘটনা জানি, যাতে ঝন মন্দ হয়- ব্যাংক থেকে চলতি মূলধন (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) এনে বিভিন্ন প্রকল্পে মেয়াদি অর্থায়ন করায়। এর সঙ্গে আমাদের দেশে সংঘটিত কিছু সামঞ্জস্যতা চোখে পড়বে অনেকের। ব্যবসা চক্রের (ট্রেড সাইকেল) চেয়ে কম সময়ের জন্য দেয়ায় ঝন মন্দ হওয়ার দষ্টান রয়েছে তাইওয়ানের মিডল মার্কেটে।



পরিমান খন নিতে চাইছেন ব্যাংক থেকে। এতসব হিসাব নিকাশের পরও
খন মন্দ হতে পারে উভয় পক্ষেরই কাঁচামাল আমদানি - সংগ্রহ, উৎপাদন,
বিক্রি এবং বিক্রির অর্থ পেয়ে ব্যাংক খন ফেরৎ দিতে প্রয়োজনীয় সময়
নির্ধারণে ভূল হলে। এমনো দেখেছি, কোম্পানীর সময় দরকার আসলে
১৫০ দিনের। অথচ ব্যাংক তাকে ১২০ দিনের বেশী দিতে চায় না।
এক্ষেত্রে অধিক ঝুঁকি নিতে গিয়ে উদ্যোগগু হারিয়েছেন তার ব্যবসা, আর
ব্যাংক ? বলতেই হবে খনের অর্থ!

ওই সম্পদই ব্যাংক কর্মকর্তার লক্ষ্য হওয়া উচিত যেটি আছে গ্রাহকের অন্঱ের কাছাকাছি অর্থাৎ যেটিকে তিনি অতি মূল্যবান জ্ঞান করেন, যার জন্য তিনি বাধ্য হবেন খন পরিশোধ করতে। একই উদ্দেশ্যে জামানত বন্ধকি সম্পদের মূল্য নিয়মিত মূল্যায়ন পরিবীক্ষনকেও আপন সংস্কৃতির অংশে পরিণত করতে হবে।

নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়মকানুনের পরিপালন না হওয়ায়ও খন বিনষ্ট হতে দেখেছি। বিশেষত বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট, নদীদূষনের বেলায়। অনেক ক্ষেত্রে সমাজ সচেতকদের (সোস্যাল অ্যাস্ট্রিভিস্ট) চাপে পড়ে ওসব প্লান্ট বন্ধ করতে হয়। জমির মালিকানা নিয়ে সৃষ্টি জটিলতা ও বর্জ্য নিষ্কাশনের সমস্যা, এমনকি প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত জমির আশপাশে স্কুল বা উপাসনালয় থাকলেও দেখা দেয় সমস্যা। সেক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে প্লান্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যায়। প্রতিষ্ঠানের মূল কোন ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যু ও তার যোগ্য উত্তরসূরি না থাকাটাও অনেক সময় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে খন পরিশোধে। আবার প্রতিষ্ঠানের মূল শক্তির সঙে প্রশংসিত প্রকল্পের (যেটির জন্য খন চাওয়া হচ্ছে) শক্তির মধ্যে ভারসাম্য না থাকায়ও খন মন্দ হতে দেখেছি। খন প্রদানের বেলায় আমার অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ এক শিক্ষা হলো, উদ্দিষ্ট খাতের সফল ব্যবসায়ীদেও খন দিও; পরাজিতদের নয়। এ কথায় প্রতিবাদ করতে পারেন অনেক পাঠক। বলতে পারেন, তাহলে কি নাজুক উদ্যোগ! ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খন পাবে না? অবশ্যই কেন নয়- যদি সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ব্যবসা বাণিজ্যের এ অংশে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে; দূর্বল জামানত- বন্ধক ও অপর্যাপ্ত অভ্যন্তরীন নগদ উৎপাদন প্রভৃতি সত্ত্বেও। সেক্ষেত্রে মূল্য বা সুদের হার

থাকা চাই ভঙ্গি নিশ্চিতকরনের মধ্য দিয়ে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপকের লম্বা ক্যারিয়ারে অনেক শিক্ষাই পেয়েছি। তবে সারাজীবন মেনে চলেছি হিউলেজ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং (জিআরআইটি বা ছিট), ভারতের খনবিষয়ক শিক্ষক কার্তিকায়েনের একদিনের উপদেশ। তিনি বলেছিলেন, ঝন ছাড়ের সময় মনেপ্রাণে বিশ্বাস রাখবে- ব্যাংকের ভল্ট থেকে নয়, যেন অর্থ দিচ্ছা নিজের মানিব্যাগ থেকে। ঝুঁকি নেয়াই একজন ব্যাংকারের চাকরি; সুতরাং এটি নিতেই হবে। তবে খেয়াল রাখবে যাতে দূর্বল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য সর্বস্বান্ব হয়ে পথে বসতে না হয়। ফলে ভিন্ন একটি পরিকল্পনা বা অপশন সর্বদা ভেবে রাখবে। ঝন পরিশোধ হলে সামান্য

করলে, আম-ছালা দুটোই হারাতে পারে তোমার প্রতিষ্ঠান। এর কিছু দায় তোমাকেও বহন করতে হবে নিশ্চয়ই। সেক্ষেত্রে চাকরি যেতে পারে; নইলে কষ্টার্জিত সুনামটাও হারাতে পারে আর্থিক খাত- বহির্ভূত ব্যয় হিসেবে - চোখ টিপে বললেন কার্তিকায়েন। কথাগুলি আশা করি, আমার অনেক ব্যাংক পাঠকেরও কাজে আসবে।

“আসুন জ্ঞানের ঘূড়ি ওড়াই মোরা মনের নীলাকাশে”

Islam i Bank Limited